জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু)

ও

হল সংসদ নির্বাচন ২০২৫

খসড়া নির্বাচনী আচরণ বিধিমালা

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

সাভার, ঢাকা-১৩৪২

১। শিরোনাম ও প্রবর্তন :

ক. এই বিধিমালা 'জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন আচরণ বিধিমালা ২০২৫' নামে অভিহিত হইবে।

খ. ইহা চূড়ান্ত আচরণ বিধিমালা প্রকাশের সময় হইতে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা :

ক. **'কমিশন'** অর্থ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় **শিক্ষার্থী** সংসদ (জাকসু) নির্বাচন কমিশন ২০২৫;

খ. **'দেওয়াল'** অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অফিস, বিভাগ, অনুষদ, আবাসিক ভবন ও আবাসিক হল এর বাহিরে ও ভিতরের দেওয়াল বা বেড়া বা উহাদের সীমানা নির্ধারণকারী দেওয়াল বা বেড়া এবং বৃক্ষ, বিদ্যুতের লাইনের খুঁটি, খাম্বা, কালভার্ট ইহার অন্তর্ভূক্ত হইবে;

গ. **'নির্বাচন'** অর্থ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় **শিক্ষার্থী** সংসদ (জাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন ২০২৫;

ঘ. **'নির্বাচনপূর্ব সময়'** অর্থ নির্বাচনের ক্ষেত্রে কমিশন কর্তৃক নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার দিন হইতে নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের তারিখ ও সময় পর্যন্ত;

ঙ. **'পোস্টার'** অর্থ কাগজ, রেক্সিন, ডিজিটাল ব্যানার বা ইলেকট্রনিক মাধ্যমসহ অন্য যে কোনো মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত কোনো প্রচারপত্র, প্রচারচিত্র, বিজ্ঞাপনপত্র, বিজ্ঞাপনচিত্র এবং যে কোনো ধরনের ব্যানার বা বিলবোর্ডও ইহার অন্তর্ভূক্ত হইবে;

চ. **'প্রার্থী'** অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত শিক্ষার্থী যার বিশ্ববিদ্যালয় ও হলের যাবতীয় পাওনা পরিশোধ করা আছে এবং যিনি তাহার প্রার্থিতা প্রত্যাহার করেন নাই;

ছ. **'যথাযথ কর্তৃপক্ষ'** অর্থ নির্বাচন কমিশন কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত শিক্ষক বা কর্মকর্তা;

জ. **'যানবাহন'** অর্থ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত যানবাহন;

৩। মাদকাসক্ত কোনো ব্যক্তি নির্বাচনে প্রার্থী হইতে পারিবেন না। সরকার স্বীকৃত কোনো প্রতিষ্ঠানে ডোপ টেস্ট করিয়া সনদপত্রসহ প্রার্থিতা সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র নির্বাচন কমিশন/রিটার্নিং অফিসারের নিকট জমা দান করিতে হইবে;

৪। কোনো শিক্ষার্থী কর্তৃক ফৌজদারী, আর্থিক, শিক্ষার্থী শৃঙ্খলাপরিপন্থী ও যৌন অপরাধ সংঘটিত এবং/ অথবা এ জাতীয় অপরাধে অভিযুক্ত হইলে তিনি ভোটাধিকার হারাইবেন এবং নির্বাচনে প্রার্থিতার অযোগ্য বলে বিবেচিত হইবেন।

৫। **নির্বাচনী প্রচারণা :** নির্বাচনী প্রচারণার ক্ষেত্রে প্রত্যেক প্রার্থী কিংবা তাহার পক্ষে বিধি ৬ হইতে বিধি ১৮ এর বিধানাবলী অনুসরণ করিতে হইবে।

12.05.25

R. Snigdha 12/5/2025

৬। **নির্বাচনী সভা-সমাবেশ ও মিছিল সংক্রান্ত বাঁধা নিষেধ :**

(ক) ক্যাম্পাসে যে কোনো ধরণের সভা-সমাবেশ ও মিছিল নিষিদ্ধ থাকিবে।

(খ) নির্বাচনী প্রচারণার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ১০ (দশ) জনের অধিক একসাথে জমায়েত হওয়া যাইবে না।

(গ) নির্বাচনী প্রচারণায় কোনো বহিরাগত ব্যক্তি থাকিতে পারিবে না;

(ঘ) বৈধ ভোটার ও প্রার্থী, বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী ব্যতীত আগন্তক অন্য যে কেউ বহিরাগত হিসেবে বিবেচিত হইবে;

(ঙ) বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত কোনো শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নির্বাচনী প্রচারণায় কোনো রকম অংশগ্রহণ বা প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবেন না।

৭। **পোস্টার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল ব্যবহার সংক্রান্ত বাঁধা-নিষেধ :**

ক. কোনো প্রার্থী কিংবা তাহার পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি নিম্নে উল্লেখিত স্থান বা যানবাহনে কোনো প্রকার পোস্টার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল লাগাইতে পারিবেন না-

(১) বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থিত কোনো আবাসিক ভবনের দেয়াল, গেইট, অফিস, বিভাগ, অনুষদ, আবাসিক ভবন ও আবাসিক হল এবং এগুলোর সীমানা দেয়াল, গাছ, বিদ্যুৎ ও টেলিফোনের খুঁটি বা অন্য কোনো দন্ডায়মান বস্তুতে; একইসাথে, বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যমান কোনো গ্রাফিতির উপর কোনো প্রকার নির্বাচনী পোস্টার স্থাপন করা যাইবে না। তবে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক স্থাপিত ও নির্ধারিত বোর্ডে পোস্টার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল লাগাইতে পারিবেন।

(২) বিশ্ববিদ্যালয়ের যানবাহন ও অন্য যেকোনো ব্যক্তিগত যানবাহনে পোস্টার, লিফলেট, হ্যান্ডবিল ঝুলাইতে বা টাঙ্গাইতে পারিবেনা।

খ. কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পোস্টার, লিফলেট, হ্যান্ডবিল ইত্যাদির উপর অন্য কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পোস্টার, লিফলেট, হ্যান্ডবিল ইত্যাদি লাগানো যাইবে না এবং উক্ত পোস্টার, লিফলেট ও হ্যান্ডবিল ইত্যাদির কোনো প্রকার ক্ষতিসাধন তথা বিকৃত বা বিনষ্ট করা যাইবে না।

গ. কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নির্বাচনী প্রচারণায় ব্যবহৃত পোস্টারে বা ব্যানারে প্রার্থী তাহার নিজের ছবি ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তির ছবি ছাপাইতে পারিবেন না।

ঘ. উপ-বিধি (গ) এ উল্লেখিত ছবি সর্বোচ্চ ৩"(তিন ইঞ্চি) × ৫"(পাঁচ ইঞ্চি) সাইজের সাদা-কালো হাফ, সাধারন ও সাম্প্রতিক ছবি হইতে হইবে। উল্লেখ্য, কোনো অনুষ্ঠান, মিছিলে নেতৃত্বদান, প্রার্থনারত অবস্থা ইত্যাদি ভঙ্গিমায় ছবি কোনো অবস্থাতেই ছাপানো যাইবে না।

ঙ. নির্বাচনী প্রচারণায় ব্যবহৃত পোস্টারের ছবিসহ আয়তন সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য ৪০ (চল্লিশ) সেন্টিমিটার × প্রস্থ ৩০ (ত্রিশ) সেন্টিমিটার এর অধিক হইতে পারিবে না।

R. Snigdha 12/5/2025

৮। **যানবাহন ব্যবহার সংক্রান্ত বাঁধা নিষেধ :** কোনো প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি-

(ক) নির্বাচনী প্রচারণার সময় কোনো প্রকার যানবাহন (মোটর সাইকেল, প্রাইভেট কার, পিকআপ ভ্যান) ব্যবহার করিতে পারিবেনা।

(খ) মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় কোনো প্রকার মিছিল কিংবা শোডাউন করিতে পারিবে না;

(গ) নির্বাচনী প্রচারণা শুরুর সময় থেকে নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণা না হওয়া পর্যন্ত নির্বাচনে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার সুবিধার্থে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তিকর্তৃক ভোটকেন্দ্রের নির্ধারিত চৌহদ্দির মধ্যে মোটর সাইকেল বা অন্য কোনো যান্ত্রিক যানবাহন চালাইতে পারিবেন না।

৯। **ধর্মীয় স্থাপনা ব্যবহার সংক্রান্ত বাঁধা নিষেধ :** কোনো প্রার্থী কিংবা তাহার পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি নির্বাচনী প্রচারণায় কোন মসজিদ, মন্দির ব্যবহার করিতে পারিবেন না।

১০। **দেওয়াল লিখন সংক্রান্ত বাঁধা নিষেধ :** কোনো প্রার্থী কিংবা তাহার পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি-

(ক) দেওয়ালে লিখিয়া কোনো প্রকার নির্বাচনী প্রচারণা চালাইতে পারিবেন না; এবং

(খ) কালি বা রং দ্বারা বা অন্য কোনভাবে দেওয়াল ছাড়াও কোনো দালান, ভবন, কালভার্ট, সড়ক, যানবাহন বা অন্য কোনো স্থাপনায় প্রচারণামূলক কোনো লিখন বা অংকন করিতে পারিবেন না।

১১। **গেইট বা তোরণ নির্মাণ, প্যান্ডেল বা ক্যাম্প স্থাপন ও আলোকসজ্জাকরণ সংক্রান্ত বাঁধা নিষেধ :** কোনো প্রার্থী কিংবা তাহার পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি-

(ক) নির্বাচনী প্রচারণায় কোনো গেইট বা তোরণ নির্মাণ করিতে পারিবেন না কিংবা চলাচলের পথে কোনো প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে পারিবেন না;

(খ) কোনো ধরনের নির্বাচনী প্যান্ডেল তৈরী করিতে পারিবেনা;

(গ) নির্বাচনী প্রচারণার অংশ হিসেবে বিদ্যুতের সাহায্যে কোনো প্রকার আলোকসজ্জা করিতে পারিবেন না;

(ঘ) নির্বাচনী প্রচারণার জন্য প্রার্থীর ছবি বা প্রার্থীর পক্ষে প্রচারণামূলক কোনো বক্তব্য বা কোনো শার্ট, টি-শার্ট, জ্যাকেট, ফতুয়া ইত্যাদি ব্যবহার করিতে পারিবেন না; এবং

(ঙ) নির্বাচনী ক্যাম্পে ভোটারগণকে কোনোরূপ পানীয় বা খাদ্য পরিবেশন বা কোনোরূপ উপঢৌকন প্রদান করিতে পারিবেন না।

১২। উস্কানিমূলক বক্তব্য বা বিবৃতি প্রদান, উচ্ছৃঙ্খল আচরণ বা বিস্ফোরক বহন সংক্রান্ত বাঁধা নিষেধ : কোনো প্রার্থী কিংবা তাহার পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি-

(ক) নির্বাচনী প্রচারণাকালে ব্যক্তিগত চরিত্র হনন করিয়া বক্তব্য প্রদান বা কোনো ধরনের তিক্ত বা উস্কানিমূলক বা মানহানিকর কিংবা লিঙ্গ, সাম্প্রদায়িকতা বা ধর্মানুভূতিতে আঘাত লাগে এমন কোনো বক্তব্য প্রদান করিতে পারিবেন না;

(খ) অনলাইনে, বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে, ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় নির্বাচনী প্রচারণাকালে অন্য কোনো প্রার্থী বা তাহার পক্ষে কারো বিরুদ্ধে মানহানিকর বা অপপ্রচার বা অশোভন বা উস্কানিমূলক কোনো বক্তব্য বা বিবৃতি প্রদান করিতে পারিবেন না;

(গ) নির্বাচন উপলক্ষ্যে কোনো ব্যক্তির স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির কোনরূপ ক্ষতিসাধন করিতে পারিবেন না এবং অনভিপ্রেত গোলযোগ ও উচ্ছৃঙ্খল আচরণ দ্বারা কাহারও শান্তি ভঙ্গ করিতে পারিবেন না;

(ঘ) নির্বাচন কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তি ভোটকেন্দ্রের নির্ধারিত চৌহদ্দির মধ্যে অস্ত্র বা বিস্ফোরক দ্রব্য বা অন্য কোনো অস্ত্র বহন করিতে পারিবেন না;

(ঙ) কোনো প্রার্থী বা তাহার পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পক্ষে বা বিপক্ষে ভোটারদের প্রভাবিত করিবার উদ্দেশ্যে কোনো প্রকার বল প্রয়োগ বা অর্থ ব্যয় করিতে পারিবেন না।

১৩। প্রচারণার সময় : কোনো প্রার্থী কিংবা তাহার পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি ভোট গ্রহণের জন্য নির্ধারিত দিনের ২ (দুই) সপ্তাহ সময়ের পূর্বে কোনো প্রকার নির্বাচনী প্রচার শুরু করিতে পারিবেন না।

১৪। মাইক ব্যবহার সংক্রান্ত বঁধা নিষেধ : কোনো প্রার্থী কিংবা তাহার পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি নির্বাচনী প্রচারণায় মাইক বা শব্দের মাত্রা বর্ধনকারী অন্যবিধ যন্ত্রের ব্যবহার করিতে পারিবেন না।

১৫। মনোয়নপত্র দাখিল ও প্রার্থিতা প্রত্যাহারের সময় বাঁধা প্রদান নিষেধ :

(ক) কোনো প্রার্থী কর্তৃক নির্বাচন কমিশন/রিটার্নিং অফিসারের নিকট মনোনয়নপত্র দাখিল করিবার সময় অন্য কোনো প্রার্থী কিংবা তাহার পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি কোনো প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে পারিবেন না।

(খ) কোনো প্রার্থী কর্তৃক নির্বাচন কমিশন/রিটার্নিং অফিসারের নিকট মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করিবার সময় অন্য কোনো প্রার্থী কিংবা তাহার পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি কোনো প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে পারিবেন না।

12-5-25 R. Snigdha 12/5/2025

১৬। নির্বাচনী প্রার্থীর খরচ : কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী হল সংসদ নির্বাচনের জন্য সর্বোচ্চ ৪০০০/- (চার হাজার) টাকা এবং কেন্দ্রীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য সর্বোচ্চ ৭০০০/- (সাত হাজার) টাকা ব্যয় করিতে পারিবেন।

১৭। ভোটকেন্দ্রে প্রবেশাধিকার :

ক. ভোটকেন্দ্রে নির্বাচনী কর্মকর্তা, কর্মচারী, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী, নির্বাচনী এজেন্ট, নির্বাচনী পর্যবেক্ষক, নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচন কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তিবর্গ এবং কেবল ভোটারগণেরই প্রবেশাধিকার থাকিবে।

খ. পোলিং এজেন্টগণ তাঁহাদের জন্য নির্ধারিত স্থানে উপবিষ্ট থাকিয়া তাঁহাদের নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করিবেন।

১৮। নির্বাচন প্রভাবমুক্ত রাখা : কোনো প্রার্থী কিংবা তাহার পক্ষে অর্থ, অস্ত্র ও পেশী শক্তি কিংবা অন্য কোনো ক্ষমতা দ্বারা নির্বাচন প্রভাবিত করা যাইবে না।

১৯। নির্বাচনপূর্ব অনিয়ম ও কমিশন কর্তৃক প্রার্থিতা বাতিল :

ক. এই বিধিমালার যে কোনো বিধানের লঙ্ঘন 'নির্বাচনপূর্ব অনিয়ম' হিসাবে গণ্য হইবে এবং উক্তরূপ অনিয়মের দ্বারা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা প্রার্থী প্রতিকার চাহিয়া নির্বাচনী তদন্ত কমিটি বা কমিশন বরাবর দরখাস্ত পেশ করিতে পারিবে।

খ. উপ-বিধি (ক) এর অধীন প্রাপ্ত দরখাস্ত কমিশনের বিবেচনায় বস্তুনিষ্ঠ হইলে কমিশন উহা তদন্তের জন্য সংশ্লিষ্ট বা যে কোনো নির্বাচনী তদন্ত কমিটির নিকট প্রেরণ করিবে।

গ. কোনো তথ্যের ভিত্তিতে বা অন্য কোনো ভাবে কমিশনের নিকট কোনো নির্বাচনপূর্ব অনিয়ম দৃষ্টিগোচর হইলে, কমিশন-

(১) ইহা প্রয়োজনীয় তদন্তের জন্য সংশ্লিষ্ট বা অন্য কোনো নির্বাচনী তদন্ত কমিটির নিকট প্রেরণ করিতে পারিবে; অথবা

(২) তাৎক্ষণিকভাবে রিটার্নিং অফিসার বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ দিতে পারিবে।

ঘ. উপ-বিধি (ক) বা (খ) বা (গ) এ উল্লেখিত ক্ষেত্রে নির্বাচনী তদন্ত কমিটি বিধি মোতাবেক তদন্ত কার্য পরিচালনা করিয়া কমিশনের বরাবরে সুপারিশ প্রদান করিবে।

ঙ. কমিশন তদন্ত প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে যে কোনো প্রার্থীর প্রার্থিতা বাতিল করিবার ক্ষমতা সংরক্ষণ করিবে।

12.05.25 R. Snigdha 12/5/2025

২০। বিধিমালা লঙ্ঘন শাস্তিযোগ্য অপরাধ :

কোন প্রার্থী বা তাহার পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি নির্বাচনপূর্ব সময়ে এই বিধিমালার কোনো বিধান লঙ্ঘন করিলে তাহাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ প্রদান করত: আত্মপক্ষ সমর্থনে তাহার জবাব সন্তোষজনক মনে না করিলে নির্বাচন কমিশন তাহার প্রার্থিতা বাতিলের এখতিয়ার সংরক্ষণ করিবে এবং 'জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শৃঙ্খলা সংক্রান্ত অধ্যাদেশ ২০১৮' অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিবেন।

২১। নির্বাচন বানচাল করা বা করার চেষ্টা শাস্তিযোগ্য অপরাধ :

কোন প্রার্থী বা তাহার পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি নির্বাচন বানচাল করা বা করার চেষ্টা করিলে তাহার বিরুদ্ধে 'জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শৃঙ্খলা সংক্রান্ত অধ্যাদেশ ২০১৮' অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে; কমিশন প্রয়োজনে ফৌজদারী অপরাধ হিসেবে গণ্য করিয়া তাহার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় আইনে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিবেন।

12.05.2025

অধ্যাপক ড. মো. মনিরুজ্জামান
প্রধান নির্বাচন কমিশনার
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ নির্বাচন ২০২৫
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক মোহাম্মদ মাফরুহী সাত্তার
ডীন (ভারপ্রাপ্ত), জীববিজ্ঞান অনুষদ
ও সদস্য
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ নির্বাচন ২০২৫
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

12.05.25

অধ্যাপক ড. খোঃ লুৎফুল এলাহী
প্রভোস্ট, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ হল
ও সদস্য
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ নির্বাচন ২০২৫
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

R. Snigdha 12/5/2025

ড. রেজওয়ানা করিম স্নিগ্ধা
প্রভোস্ট, বেগম সুফিয়া কামাল হল
ও সদস্য
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ নির্বাচন ২০২৫
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

আলম ১২.৫.২৫

অধ্যাপক ড. এ.কে.এম. রাশিদুল আলম
প্রক্টর, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
ও
সদস্য-সচিব
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ নির্বাচন ২০২৫
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়